দৈনিক ইনকিলাব

013

তারিখ 04 SEP 1988
পৃষ্ঠা 6 কলাম 1

বাংলাদেশে শিক্ষার বৈশিষ্ট্য

কে, এম, রাইছ উদ্দিন খান

আমাদের দেশে তিন ধরনের চিন্তাধারা বর্তমান। এদের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে প্রথমে দেখা যায় যে, আমাদের চিন্তাবিদগণ আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেছেন। এই চিন্তাধারা ব্রিটিশ শাসনামলে সূত্রপাত হয়েছে এবং তা পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামীকরণ আন্দোলন দ্বারা অনুসৃত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।

আধুনিকীকরণে ধারণাটি সব সময় প্রধান বিষয় বলে এর বিশেষ কোনো ধারণা নেই। প্রতিটি পত্রপত্রিকাই কোনো না কোনোভাবে এই আদর্শের বাহন। এ সবের মধ্যে একটি বাস্তব প্রয়োজনীয়তার বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আমরা যাকে মূল্যবোধ বলে অবিহিত করি তা জনগণের চিন্তাভাবনা তথা সংস্কৃতির পরিচায়ক। শিক্ষা বলতে সাধারণভাবে জনগণের অন্তর্গত ব্যক্তি বিশেষের সাংস্কৃতি-চর্চা বুঝায়। আমরা জনগের মধ্যে বিরাজমান বাস্তব বিচার বিশ্লেষণের সমষ্টিকেই কৌশল বলে থাকি। প্রশিক্ষণ হ'ল শিক্ষার বিপরীত ধর্মী— তাতে ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ কৌশলগত পদ্ধতিতে নির্দেশনা বুঝিয়ে থাকে। বিভিন্ন সমাজের প্রেক্ষিতে মূল্যবোধের ভিন্নতা থাকলেও সংস্কৃতি সবসময় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। তাই শিক্ষা সংস্কৃতির চর্চায় উপায় বলে তাও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া উচিত। অপরদিকে সুস্থ বিচার বা কৌশল জাতীয় নিরপেক্ষ। তাই শিশুদের বুদ্ধি বৃত্তিমূলক (বৈজ্ঞানিক) জ্ঞান শিক্ষাদানও জাতীয় নিরপেক্ষ বলে বিবেচ্য।

'ইসলামী শিক্ষা' বলতে দু'টি বিষয় বুঝায়। একটি ইসলামের শিক্ষা বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গী এবং অপরটি ইসলাম ধর্মীয় বিশ্বাস অনুসারে শিশুদের শিক্ষা। ইসলামের শিক্ষা বিষয়ক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করার কাজ শিক্ষার ইতিহাসে। এখানে ইসলামে শিক্ষার ইতিহাস আলোচনা করা আমার লক্ষ্য নয়। বরং বর্তমান পরিস্থিতিই আমার আলোচ্য বিষয়। অপর কথায়, আমি আমাদের শিক্ষার অন্যতম আদর্শ হিসাবে ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি আলোকপাতের চেষ্টা করব।

বাংলা বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আমাদের শিশুরা তিন ধরনের শিক্ষাধারায় শিক্ষা লাভ করছে। ১। তারা ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস শিক্ষা লাভ করে— সেগুলো বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও ইতিহাস। ২। তাদের পবিত্র কোরআন শিক্ষা দেয়া হ'ল সঠিক কৌশলে উচ্চারণের মাধ্যমে, ইসলামের ইতিহাস ও ইসলামী ভাষা (আরবী-ফারসী) তারা শিক্ষা করে। ৩। তারা গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, বিদেশী ইউরোপীয় ভাষা শিক্ষা করে— এতে তারা পরবর্তী জীবনে বিজ্ঞান শিক্ষা করতে পারে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে যোগ্যতা অর্জন করতে পারে।

এ থেকে আমাদের শিক্ষব্যবস্থার তিনটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা যায়— বাংগালীয়ানা, ইসলামি ও আধুনিকতা

কোন বাঙ্গালী পিতা তাঁর সন্তানকে বাংলা ভাষা শিক্ষা না দিতে বা নিজেদের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ রাখতে ইচ্ছুক নয়। তাছাড়া তিনি ইসলাম ধর্মের রীতিনীতি বা ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কেও অজ্ঞ রাখতে চান না। আবার তিনি চান যে তার সন্তান মুসলমান হয়েও আধুনিক মানুষ হয়ে উঠুক। এ থেকে অনুধাবন করা যায় একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ তৈরী করার জন্য আমাদের বাঙালী, ইসলামী ও আধুনিক— এই তিন ধরনের শিক্ষার প্রয়োজন।

আধুনিক যুগের সংস্কারের পূর্বে আমাদের শিশুরা কেবল ইসলামী শিক্ষাই গ্রহণ করত। আধুনিক যুগের সংস্কার ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছে। তবে ধর্মীয় ও ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষার মধ্যে প্রবল বিরোধ বিদ্যমান। ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যখন অংকন ও ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন করা হয় তখন তা প্রবল বিরোধীতার মুখোমুখি হয়। পৃথিবী যে গোলাকার এই মতবাদ ধর্মীয় দিক থেকে বিরোধী বলে দাবী করা হয়। পর্যবেক্ষণ ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত সত্যকেও ধর্মের দৃষ্টিতে প্রমাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যা হোক, সময়ের অগ্রগতিতে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত ও দৃঢ়মূল হয় কিন্তু দুঃখের বিষয় ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা যতই মর্যাদা লাভ করতে থাকে, ধর্মীয় শিক্ষা ততই গুরুত্ব হারাতে থাকে। তবে এ কথা সত্য যে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে চলতে থাকে। কিন্তু পরিমাণের চেয়ে গুণগত মানের দিক থেকে ইসলামী শিক্ষার অবনতি ঘটতে থাকে। ধর্মীয় শিক্ষা তার গুরুত্ব হারায়। ধর্মীয় শিক্ষকেরা বিজ্ঞানকে আপত্তিকর বলে দেখতে থাকে। ফলে, শিক্ষার্থীদের চোখে তাদের মর্যাদা কমতে থাকে। তাছাড়া ধর্মীয় শিক্ষা ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়নি। এ সময়ে সারা মুসলিম জগত বিভ্রান্তি ও তার পরিণতিতে যে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিলো তাতে দু'টি আদর্শের জন্ম হয়— ১। বাঙালী জাতীয়তাবাদ ও ২। ইসলামী আন্তর্জাতিকতাবাদ। তরুণ বুদ্ধিজীবীরা এ সব বিপর্যয়ের মধ্যে সচেতন হয়ে উপলব্ধি করল যে, আমাদের বিপদের কারণ হচ্ছে শিক্ষার আদর্শের অভাব। তারা বলল, আমরা আমাদের শিশুদের জাতীয় বা ধর্মীয় শিক্ষা দান করতে ইচ্ছা করিনি। যেখানে ব্যক্তি জীবনের মহত্তর ত্যাগের শক্তি আসে ধর্মীয় ও জাতীয় চেতনাবোধ থেকে। কিন্তু আমরা যে কেবল আমাদের সন্তানদের বাংলা ও ধর্মীয় শিক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়েছি তা নয়, আধুনিক শিক্ষা দিতেও আমরা সফল হইনি।

আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের শিশুদের উন্নত বিশ্বের আধুনিক শিক্ষা, প্রযুক্তির শিক্ষা দিতে পারতাম। আমাদের ব্যর্থতার মাধ্যমে আমরা প্রমাণ করেছি যে, আমাদের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধুনিক কলা-কৌশলে প্রয়োগ করার অযোগ্য। বিজ্ঞানের পরীক্ষা হ'ল কাজে। কাজে আমাদের ব্যর্থতার মাধ্যমে বিজ্ঞানে আমাদের অজ্ঞতা প্রদর্শন করেছি। এভাবে আমাদের উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে যেখানে বৈজ্ঞানিক বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষণ পেতে পারত এবং আমাদের কলেজগুলোতে যেখানে নাগরিত্বের শিক্ষালাভ সম্ভব ছিল— তারা উভয়েই লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে।

বর্তমানে তিন শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী নতুন শিক্ষার ভিত্তি স্থাপনে প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। প্রথমতঃ, আমাদের অধ্যাপকগণ জাতীয় ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের নির্দেশ দিচ্ছেন। অপরদিকে আধুনিক অধ্যাপকগণ আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগে বাস্তব ও অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রয়োগের নতুন পদ্ধতির নির্দেশ করছেন। তৃতীয়তঃ একটি নতুন ইসলামী শিক্ষার ভিত্তি আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। শিক্ষার এই তিনটি দিক অবশ্যই পরস্পরকে সাহায্য করবে। কিন্তু আমরা যদি তাদের প্রত্যেকের কার্যাবলী নির্দেশ বা তাদের গুরুত্বের পরিধি নির্ধারণে ব্যর্থ হই তবে তারা পরস্পরের বিরোধী ও ক্ষতিকর হয়ে উঠতে পারে। যখন ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা তার বাস্তবতার সীমানা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক সীমানায় পৌঁছে তখন তা বাঙালী ও ইসলামী শিক্ষাদর্শের সাথে বিরোধ বাঁধায়। অপরদিকে, জাতীয় ও ধর্মীয় শিক্ষার সীমানা নির্ধারণও অনেক কঠিন। ইসলাম ধর্মের সাথে সংগতিপূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্য কোনটি এবং কোনটি আরবী, ফারসী তা বাঙালী ঐতিহ্যের অনুভূতি তা বের করা ব্যাপক ও গভীর গবেষণার বিষয়।

এভাবে ইসলামী শিক্ষা অবশ্যই জাতীয় ও আধুনিক শিক্ষার কর্তব্য চিহ্নিত করবে। কিন্তু নিজের কর্তব্য পালনের স্থান দখলরে জন্য তাদেরকে স্থান ছেড়ে দেয়া যাবে না। ইতিমধ্যে ইসলামী শিক্ষাকে চিহ্নিত করতে হবে কোনগুলো তার প্রকৃত বিশ্বাস ও ঐতিহ্য এবং কোনগুলো প্রথমে আরব ও পরে অন্য দেশের মানুষের কাছ থেকে সংযোজিত।

বিশ্বের জন্য প্রত্যেক জাতির একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে। সে উদ্দেশ্য আঘাতপ্রাপ্ত না হলে শত বিপদেও জাতি বেঁচে থাকে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়ার সাথে সাথে জাতিও ধ্বংস হয়ে যায়।

আমরা কি উপলব্ধি করতে পারি কেন আমরা আর্য জাতির সর্বনিম্নে পড়ে আছি? আমরা কি মেধার দিক থেকে নিকৃষ্ট? মানবিক বা দৈহিক নৈপুণ্যে কি আমাদের দক্ষতা কম? আমাদের শিল্প, গণিত, দর্শন প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করে কি আমরা এ সব প্রশ্নের জবাবে 'হ্যা' বলতে পারি? আমাদের যা দরকার তা হ'ল আমাদের সম্মোহন থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে এবং যুগ যুগ ধরে নিদ্রিত অবস্থা থেকে জেগে ওঠে জাতির পংক্তিতে নিজেদের যোগস্থান গ্রহণ করা। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, কোনো ব্যক্তি বা জাতি অন্য সম্প্রদায়ের সহযোগিতা ছাড়া নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে না। দেয়া-নেয়াই হচ্ছে আজকের বিশ্বের আইন। আমরা যদি বিশ্বের বুকে আবার উন্নত করে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই তবে আমাদের সম্পদ বের করে আনতে হবে এবং বিশ্ব দরবারে তার প্রকাশ ঘটাতে হবে। এর বিনিময়ে অন্য দেশ যা দিতে পারে না তা গ্রহণ করতে হবে। সম্প্রসারণই জীবন, সংক্ষেপণই মৃত্যু।

শিক্ষা সম্পর্কে আমি মনে করি যে তা হবে শিক্ষকের সাথে ব্যক্তিগত সংযোগের মাধ্যমে। শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবন ছাড়া শিক্ষা হতে পারে না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর কথাই ধরা যাক। তারা গত শত বছর ধরে কি করছে? তারা কোনো মৌলিক মানুষ তৈরী করতে পারেনি। তারা কেবল পরীক্ষা গ্রহণের কর্তৃপক্ষ মাত্র।

বর্তমান বাংলাদেশের দৃশ্য অবলোকন করলে নিরপেক্ষ পর্যপেক্ষকও বলবেন যে, এখানে বিভিন্ন আদর্শের সংঘাত ও চাঞ্চল্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে প্রাচীন মূল্যবোধ জাতিকে একদা শক্তি ও আশা সঞ্চার করেছিল তা এখন পেছনে ঠেলে ফেলা হয়েছে এবং অনেক নতুন আদর্শ সেখানে শূন্যস্থান পুরণ করতে চাচ্ছে। এই অবস্থায় সকলের সন্তুষ্টি সাধন সর্বোত্তম মূল্যবোধের অনুসন্ধান চলছে। এ অবস্থায় দেশের যুবসমাজ চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা একটা উত্তর প্রত্যাশা করে।

আমাদের যুবককে যদি ইউরোপে শিক্ষার জন্য পাঠানো হয় তবে দেশ একজন জ্ঞানী মানুষ পাবে। আমাদের মতে, ইউরোপের জ্ঞানার্জনের জন্য যে যুবককে প্রেরণ করা হয় সে কেবল পাশ্চাত্য বিজ্ঞানই শিখে থাকে— সে নিজের জাতির শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যায়। যারা মাদ্রাসায় লেখাপড়া করে তারা ভাল শিক্ষক পেলে আমাদের ধর্ম ও জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে কিছু শিক্ষালাভ করে, কিন্তু তারা ইউরোপীয় বিজ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায়। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁরাই আমাদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শিক্ষক হবেন যাঁরা আমাদের এই মুহূর্তের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সত্য সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। এই সত্য ইউরোপীয় বিজ্ঞান থেকে অর্জন করা যায় না। আমাদের জাতীয় শিক্ষায়ও এখন প্রকৃত পক্ষে তা নেই। আমাদের তরুণরা অবশ্যই যত্নসহকারে একদিকে ইংরেজী এবং অপর দিকে আরবী-ফারসী শিক্ষা লাভ করবে। তাদের এমন একটা পর্যায়ে আনতে হবে যাতে তারা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের শিক্ষার উপর অধিকার অর্জন করতে পারে। এভাবে তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনা করে আমাদের জাতির জন্য প্রয়োজনীয় মহান সত্য আবিষ্কার করবে। আমরা চাই— পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান আমাদের ঐতিহ্যের সাথে মিলিত হয়ে নির্দেশক মূলমন্ত্র হিসাবে কাজ করবে।